গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর
প্রশাসন বিভাগ
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

নভেম্বর/২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ	মোঃ আরিফুর রহমান অপু। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
সভার তারিখ ও সময়ঃ	২২ নভেম্বর, ২০১৮; বেলা ১০:৩০ টা.
সভার স্থানঃ	খাদ্য অধিদপ্তরের সভাকক্ষ।
সভার উপস্থিতিঃ	পরিশিষ্ট 'ক' (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন না থাকায় এটি দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর এজেন্ডা অনুযায়ী উপ-পরিচালক (সংস্থাপন) সভার কার্যক্রম তুলে ধরলে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
১।	পরিদর্শন	ক) সভার শুরুতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রণ দপ্তরসমূহ হতে প্রাপ্ত পরদর্শন প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করা হয়। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক পরিদর্শনকৃত স্থাপনাসমহে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সমস্যা সভায় উপস্থাপন করা হয়। মহাপরিচালক মহোদয় আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ কর্তৃক বিভাগের স্থাপনাসমূহ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ নিরসনে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেন। তিনি কার্যকর পরিদর্শনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।	ক) পরিদর্শনে প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ দূরীকরণে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন; সে সঙ্গে স্থাপনাসমূহে কার্যকর পরিদর্শন করতে হবে।	পরিচালক (সকল)/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক(সকল)/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)।
		খ) গত অক্টোবর/১৮ মাসের সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীর আওতায় এবং ওএমএস এর ডিলারগণের দোকান পরিদর্শনপূর্বক মাসভিত্তিক প্রতিবেদন কোন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক দপ্তর হতে পাওয়া যায়নি। সিদ্ধান্তের আলোকে মাসভিত্তিক প্রতিবেদন প্রেরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	খ) খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীর আওতায় এবং ওএমএস এর ডিলারগণের দোকান পরিদর্শনপূর্বক মাসভিত্তিক আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।	
		গ) ফেনী সদর এলএসডিতে মুলাডুলি সিএসডি হতে আগত একই ট্রাকে বিভিন্ন রকম চাল তথা ঘোলাটে, মরা দানা ও ভাঙ্গা দানার আধিক্য থাকার বিষয়ে আলোচনা হয়। ইতোপূর্বেও সমন্বয় সভায় মুলাডুলি সিএসডিতে সংগৃহীত চালের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।	গ) ফেনী সদর এলএসডিতে মুলাডুলি সিএসডি হতে আগত ঘোলাটে, মরাদানা ও ভাঙ্গা দানার চালের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আগামী সমন্বয় সভায় অবহিত করতে হবে।	
		ঘ) সেপ্টেম্বর, ২০১৮ মাসে সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপরীতে চট্টগ্রাম দেওয়ানহাট সিএসডি, পটিয়া এলএসডি ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সরাইল এলএসডিতে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল সংগ্রহের সাথে দায়ীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অধিদপ্তরকে জানানো হয়নি।	ঘ) চট্টগ্রামের দেওয়ানহাট সিএসডি, পটিয়া এলএসডি ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সরাইল এলএসডিতে বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল সংগ্রহের সঙ্গে দায়ীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে খাদ্য অধিদপ্তরকে জানাতে হবে।	

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		ঙ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী মুলাডুলি সিএসডি'র সীমানার মধ্য দিয়ে চলাচলের রাস্তা বন্ধ করা বা অন্য দিক দিয়ে বিকল্প রাস্তা করার প্রস্তাব দেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। মহাপরিচালক মহোদয় স্থানীয়ভাবে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।	ঙ) স্থানীয়ভাবে সমন্বয় করে রাস্তার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	
		চ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম তার বিভাগে একটি ডরমেটরি/রেস্ট হাউজ করার জন্য সচিব মহোদয়কে অনুরোধ করলে তিনি ডরমেটরি/রেস্ট হাউজ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেন। এছাড়া সচিব (খাদ্য), মহোদয় অন্যান্য বিভাগেও পর্যায়ক্রমে বাজেটের আওতায় ডরমেটরি/রেস্ট হাউজ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।	চ) i) সচিব মহোদয়ের নির্দেশ অনুযায়ী চট্টগ্রামে একটি ডরমেটরি/রেস্ট হাউজ করার ব্যবস্থা নিতে হবে। ii) সকল বিভাগে পর্যায়ক্রমে বাজেটের আওতায় ডরমেটরী বা রেস্ট হাউজ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।	
		ছ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী চাকরি শেষে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের না-দাবী প্রদানে জটিলতা বিষয়ে আলোচনা করেন। অডিট সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত না-দাবী প্রদানে জটিলতা নিরসনে কর্মকালীন দপ্তর কর্তৃক রেকর্ডপত্র যাচাই-বাছাই করে তার নিকট দেনা-পাওনা পরিলক্ষিত না হলে না-দাবী প্রদানের প্রস্তাব দেন। তবে ভবিষ্যতে তার নিকট সরকারি পাওনা পরিলক্ষিত হলে বৈধ উত্তরাধিকারী তা পরিশোধে বাধ্য থাকবে মর্মেও প্রস্তাব দেন। আলোচনান্তে বিষয়টি সভায় একমত পোষণ করা হয়।	ছ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী চাকরির সর্বশেষ ০৩(তিন) বছরের রেকর্ডপত্রের ভিত্তিতে "না-দাবী" প্রত্যয়ন দেয়া যাবে।	
		জ) আতপ, বোরো ও আমন চাল বিতরণ বিষয়ে আলোচনা হয়। সিলেট ও চট্টগ্রাম ছাড়া যে সকল জায়গায় আতপ চাল রয়েছে। তা সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগের অনুমতি নিয়ে ভিজিডি খাতে বিতরণ করা যাবে। কোন ভাবেই সংগৃহীত নতুন আমন চাল বিতরণ করা যাবে না। বোরো চাল বিতরণ করতে হবে।	জ) i) সিলেট ও চট্টগ্রাম ছাড়া অন্যান্য স্থানের আতপ চাল বিতরণের অনুমতি প্রদানে সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। ii) সংগৃহীত নতুন আমন চাল বিতরণ করা যাবে না; এ ব্যাপারে খাদ্য অধিদপ্তরের সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগের ২৯/১১/২০১৮ তারিখের ১২০৫ নং স্মারকে জারীকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।	
২।	মামলা ও আইনগত কার্যক্রম	আইন উপদেষ্টার দপ্তরের সাথে সমন্বয় রেখে মামলাসংক্রান্ত ডাটাবেজ আপডেট করা হচ্ছে। উক্ত ডাটাবেজের মাধ্যমে সহজে মামলার সকল তথ্য পাওয়া যাবে। সরকারি কৌসুলীদের আন্তরিকতার অভাবে মামলার মেরিট থাকা সত্ত্বেও সরকারি মামলাগুলো প্রায়ই হেরে যাচ্ছে। তাই খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মামলার গুরুত্ব বিবেচনায় এনে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও যে সকল মামলায় মেরিট থাকা সত্ত্বেও সরকার পক্ষ হেরে যাচ্ছে সেই সকল মামলাগুলো সঠিক সময়ে আপীল দায়ের না করার কারণে উচ্চ আদালতেও মামলাগুলো হেরে যাচ্ছে। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল করার জন্য বলা হয়।	সকল গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোর ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে সতর্ক থেকে মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক(সকল)/ বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সিলেট/সিস্টেম এনালিস্ট।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
৩।	খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রম	আগামী ০১/১২/২০১৮ খ্রি: তারিখ থেকে আসন্ন আমন সংগ্রহ ২০১৮-১৯ মৌসুম শুরু হবে যা আগামী ২৮/০২/২০১৯ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত চলবে। আমন সংগ্রহ ২০১৮-১৯ মৌসুমে সিদ্ধ চালের লক্ষ্যমাত্রা ৬.০০ লাখ মে:টন নির্ধারিত হয়। অভ্যন্তরীন খাদ্যশস্য সংগ্রহ নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী ৬.০০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চালের বিভাজন প্রস্তুত করে তা অনুমোদনের জন্য অতি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়। এছাড়া ৬.০০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চাল বিনির্দেশসম্মত ভাবে ক্রয় করার জন্য সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের বলা হয়েছে। বিনির্দেশ বহির্ভূত চাল ক্রয় করা যাবে না মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে বিনির্দেশসম্মত চাল ক্রয়ের ব্যাপারে একটি নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	(ক) আমন্ন আমন সংগ্রহ ২০১৮-১৯ মৌসুমে ৬.০০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চালের বিভাজন অনুমোদনের জন্য অতি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (খ) বিনির্দেশসম্মত চাল ক্রয়ের ব্যাপারে মাঠ পর্যায়ে কঠোর নির্দেশনা দিয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (গ) ৬.০০ লাখ মে:টন সিদ্ধ চাল বিনির্দেশসম্মতভাবে ক্রয় করতে হবে।	পরিচালক, সংগ্রহ/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৪।	খাদ্যশস্য চলাচল	(ক) পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন বিষয়ে পরিচালক চসসা জানান যে, অক্টোবর/২০১৮ এর ২য় পাক্ষিক পর্যন্ত সকল বিভাগ হতে পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। কোন গড়মিল পাওয়া যায়নি।	(ক) পরিচালক, চসসা বিভাগের ই-মেইল/ফ্যাক্স এ যথাসময়ে পাক্ষিক মজুত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চসসা/ সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		(খ) মেজর ক্যারিয়ার, চট্টগ্রাম নিয়োগের লক্ষ্যে পিপিআর এ উল্লিখিত সকল নিয়ম প্রতিপালন করে ১৮/০৯/২০১৮ তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ২৭/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা আহবান করা হয়েছে।	(খ) পিপিআর এ উল্লিখিত সকল নিয়ম প্রতিপালন করে দ্রুত ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চসসা।
		(গ) সড়ক ও নৌ পথে জারিকৃত সূচির মেয়াদ পর্যায়ক্রমে ৪৫ দিন অতিবাহিত হলেও সমুদয় খাদ্যশস্য পরিবাহিত হয় না। সময়মত খাদ্যশস্য পাওয়া না যাওয়ায় স্থানীয়ভাবে পিএফডিএস খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।	(গ) চলাচল সূচির মেয়াদ ১ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর সূচি উন্মুক্ত, প্রয়োজনে নতুন সূচি জারি করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চসসা, সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		(ঘ) মোংলা সাইলোর পুরাতন গম নিষ্পত্তির লক্ষ্যে করণীয় বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য চসসা বিভাগের ১০/১০/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৮০৭(৪) নং স্মারকে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনাকে আহবায়ক করে ৪(চার) সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী উক্ত গম দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মোংলা সাইলো হতে নারায়ণগঞ্জ সাইলোতে ঢালা গম পরিবহণের সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আগ্রহী পিএমসি ও ডিবিসিসিদের মাধ্যমে খাদ্যশস্য পরিবহণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, বর্তমানে মোংলা সাইলোতে পুরাতন মজুত গম ২৫,৯৫৯ মেঃটন।	(ঘ) আগ্রহী পিএমসি ও ডিবিসিসিদের মাধ্যমে মোংলা সাইলো হতে নারায়ণগঞ্জ সাইলোতে ঢালা গমের চলাচল সূচি জারি করতে হবে। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক, চসসা।
		(ঙ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যশস্যের চলাচল সূচি জারি করা হয়। কিন্তু ঠিকাদার খাদ্যশস্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রাপক কেন্দ্রে গেলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্যশস্যের গতি পরিবর্তন করে অন্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ায় পরিবহণ বিল পেতে জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফলে ঠিকাদারগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। এছাড়া খাদ্যশস্যের প্রাপক কেন্দ্র পরিবর্তন হওয়ায় চলাচল সূচি মনিটরিং করতে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ করা প্রয়োজন।	(ঙ) চাহিদা অনুযায়ী আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের চলাচল সূচি প্রণয়ন করতে হবে। চলাচল নীতিমালার ৪.৯ নং অনুচ্ছেদ অনুসরণপূর্বক খাদ্যশস্যের কেন্দ্র পরিবর্তন করতে হবে। অধিদপ্তরকে পূর্বাহিত না করে খাদ্যশস্যের প্রাপক কেন্দ্র পরিবর্তন করা যাবে না।	বাস্তবায়নে- সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		(চ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের দপ্তর হতে প্রেরিত প্রতিবেদনে পথখাতে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য দেখানো হয়। ইনভয়েসের তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ পথখাতের তথ্য প্রেরণ করে থাকেন। ফলে পথখাতে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য দেখানো হয়। পথখাতে খাদ্যশস্যের প্রকৃত পরিমাণ নিরুপণের লক্ষ্যে চসসা বিভাগের ১৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০১. ০০০০.০৮১.৫০.০১৪.১৮-৯৪০(৭৯) নং এবং ১৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০১৪.১৮-৯৪১(৭৯) নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে জুন/২০১৮ মাস হতে পথখাতের তথ্য মাঠ পর্যায় হতে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা প্রয়োজন।	(চ) পথখাতে খাদ্যশস্যের প্রকৃত পরিমাণ নিরুপণের লক্ষ্যে চসসা বিভাগের ১৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০১. ০০০০.০৮১ .৫০.০১৪.১৮-৯৪০(৭৯)নং এবং ১৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০১৪.১৮-৯৪১(৭৯) নং স্মারকে নির্দশনার আলোকে প্রতিমাসে ৫(পাঁচ) তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের পথখাতের তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক-চসসা, সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক;
		ছ) কেন্দ্রীয় সড়ক ও নৌ সূচির আওতায় প্রেরিত খাদ্যশস্য প্রাপক কেন্দ্রে পৌঁছানের পর নানা অজুহাতে খালাস কার্যক্রম বিলম্বিত ও হয়রানি করা হচ্ছে মর্মে ঠিকাদারগণের নিকট হতে জানা গেছে।	ছ) i) যৌক্তিক সময়ের মধ্যে অবশ্যই পরিবহন যান হতে খাদ্যশস্য খালাস করতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ খালাস কার্যক্রম নিবিড় তদারকি করবেন। জেলা /বিভাগের অভ্যন্তরে এহন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ঠিকাদার গণ কর্তৃক টেলিফোনে অবহিত করলে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ অধীনস্থ কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। ii) খাদ্যশস্য খালাসের ক্ষেত্রে খালাস বিলম্বিত বা কোন হয়রানি করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক-চসসা, সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক;
		জ) খুলনা সিএসডি'র ১২ মাস মেয়াদি গমের মজুত ১৬,১৯৪ মেঃটন, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনার প্রতিবেদন হতে জানা যায় যে, ব্যবস্থাপক ও গুদাম ইনচার্জ যথাযথ পরিচর্যা বা ফেমিগেশন না করার ফলে খুলনা সিএসডির মজুত গমের পোকাক্রান্ত হয়েছে। যথাসময়ে প্রয়োজনীয় প্রতিকার/প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	জ) i) মজুত গমের প্রতিকার/প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় দায়িত্বে অবহেলার জন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ii) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরিশাল/ খুলনা/রংপুর/রাজশাহী বিভাগে আগামী ৩(তিন) মাসের মধ্যে প্রেরণপূর্বক বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক-চসসা, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খুলনা/ বরিশাল/রংপুর/ রাজশাহী/ চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, খুলনা;
		ঝ) লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ/আঞ্চলিক খাদ্য নিযন্ত্রকগণ প্রতিমাসে খন্ড খন্ডভাবে একাধিকবার খাদ্যশস্যের চাহিদাপত্র প্রদান করে থাকেন। এতে চলাচল সূচি জারি ও সূচি প্রণয়নে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। যথাসময়ে খাদ্যশস্যের চাহিদাপত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে মাসিক পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন।	ঝ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ প্রতিমাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পরবর্তী মাসের খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) জরুরি চাহিদা প্রেরণ করবেন এবং একই সাথে প্রতিমাসে ৩(তিন) মাস ভিত্তিক খাদ্যশস্যের চলাচল সূচির চাহিদাপত্র প্রেরণ করবেন। কোন অবস্থাতেই একই মাসে একাধিক খন্ড খন্ড চাহিদাপত্র প্রেরণ করা যাবে না।	বাস্তবায়নে-পরিচালক-চসসা, সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক;

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		ঞ) সান্তাহার ওয়্যারহাইজে খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি অন্তবর্তীকালীন প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য এখনও পাওয়া যায়নি।	ঞ) সান্তাহার ওয়্যারহাইজে খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদন শিঘ্রই প্রদান করতে হবে।	বাস্তবায়নে-পরিচালক-চসসা, ও সান্তাহার ওয়্যারহাউজ সম্পর্কিত গঠিত খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনা কমিটি;
৫।	বেসরকারি পর্যায়ে গুদামের সংখ্যা ও ধারণক্ষমতা এবং গুদামে মজুত খাদ্যশস্য পরিবীক্ষণ	(ক) সভার আলোচনা মোতাবেক লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী আমদানিকারক, পাইকারী ও খুচরা খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী এবং চালকল মালিকদের নিকট থেকে নির্ধারিত ছকে পাক্ষিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করে এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে একীভূত বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। (খ) খাদ্যশস্য লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাইসেন্সবিহীন সকল ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের আওতাভূক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) নির্ধারিত ছক মোতাবেক লাইসেন্স ও মজুত সংক্রান্ত পাক্ষিক প্রতিবেদন এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাইপূর্বক নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে প্রেরণ করতে হবে। (খ) জেলা/উপজেলা পর্যায়ে লাইসেন্সের আওতায় আসার যোগ্য ব্যবসায়ীদের তালিকাসহ প্রতিবেদন অবিলম্বে সববি বিভাগে প্রেরণসহ লাইসেন্স সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	ওএমএস কার্যক্রম	ওএমএস/খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ডিলারদের পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা হয়।	সারাদেশে চলমান ওএমএস কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি ও পরিচালনা করতে হবে। মাঠ পর্যায় হতে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ যে পরিদর্শন প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করেন উক্ত প্রতিবেদনে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ও ওএমএস এর বিষয়েও উল্লেখ থাকতে হবে। কোথাও কোন প্রকার গাফিলতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী	সারাদেশে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর'১৮ প্রান্তিকে চলমান খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	সারাদেশে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর'১৮ প্রান্তিকে চলমান খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় চাল বিক্রয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর'১৮ মাসে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল উত্তোলনের শেষ সময়সীমা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কোন প্রকার গাফিলতি বা অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
	আতপ চাল বিতরণ	মজুত আতপ চাল এবং আসন্ন আমন সংগ্রহ চাল বিতরণ বিষয়ে আলোচনা হয়।	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির চাহিদা না থাকায় সমুদয় আতপ চাল এখন খাদ্য বিভাগের নিয়মিত খাতে বিতরণ করে নিষ্পত্তি করতে হবে। অন্যান্য বিভাগের মজুত আতপ চাল চট্টগ্রাম বিভাগে প্রেরণ না করে সেখানেই নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ওয়ারেন্টি আইন ভঙ্গ করে আসন্ন আমন সংগ্রহের চাল যেন কোন ক্রমেই বিতরণ করা না হয় সে বিষয়ে একটি নির্দেশনাপত্র জারি করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
	বাজারদর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন	আটার বাজার দর নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মাঠ পর্যায়ে আটার বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূবর্ক বাস্তব বাজার দর উপস্থাপন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	মাঠ পর্যায়ে আটার বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক বাস্তব বাজার দর উপস্থাপন করতে হবে। যেহেতু আটার বাজার দর বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেহেতু চলমান ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় আটা বিক্রয় কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে।	পরিচালক, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন/সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৬।	রাজস্ব বাজেটের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণ কার্যাদি	ক) পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ বলেন যে, ১৯৭০ সালে ৫টি সাইলো নির্মিত হওয়ার পরে ১৯৯৯/২০০০ সালে চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও সান্তাহার সাইলো আংশিক বিএমআরই করা হয়। কিন্তু বর্তমানে সকল সাইলোর হপার স্কেল ও জেটি, বিভিন্ন ধরণের কনভেয় মেরামত ও ব্যাগিং হাউজের সংস্কার প্রয়োজন।	ক) সাইলোসমূহের বিএমআরই করার ব্যাপারে পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ হতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া উক্ত বিভাগ হতে সকল সাইলোর বিভিন্ন সংস্কার/মেরামত নিয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক, পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগ/সকল সাইলো অধীক্ষক/ সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সকল জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
		খ) মোংলা সাইলোর স্পেয়ার পার্টস ক্রয় এবং পুরা পার্টসের নামসহ বিনির্দেশ পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগে প্রেরণের জন্য সাইলো সুপার মোংলাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	খ) মোংলা সাইলোর কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টসের তালিকা পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরী সেবা বিভাগের প্রেরণ করতে হবে।	
		গ) বিভিন্ন সিএসডি, এলএসডি ও সাইলোতে প্লাষ্টিকের ডানেজ সরবরাহের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে ডানেজের চাহিদা বেশি থাকায় পউকা বিভাগ হতে বেশি পরিমান ডানেজ ক্রয়ের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	গ) বর্তমানে বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে ৫০০০ পিস ডানেজ ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইতোমধ্যে ডানেজের আংশিক পরিমান বিভিন্ন এলএসডি সিএসডিতে বিতরণ করা হয়েছে। গুদামে রক্ষিত খাদ্যশষ্যের গুনাগুন স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে ভবিষ্যতে বেশী পরিমাণ ডানেজ (প্লাষ্টিক), জিপি শীট, কীটনাশক ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	
		ঘ) চট্টগ্রাম সাইলোর জেটি মেরামতের বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের সাথে সাইলো সুপারকে যোগাযোগ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	ঘ) চট্টগ্রাম সাইলোর জেটি মেরামতের বিষয়ে সাইলো সুপারকে বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ পূর্বক অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	
৭।	অভ্যন্তরীণ অডিট	ক) Audit Managment Software এর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের নিমিত্তে প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ বিভাগ নতুন ল্যাবে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।	ক) প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা মোতাবেক প্রশিক্ষণ বিভাগ দ্রুত অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ারের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।	পরিচালক, প্রশিক্ষণ বিভাগ
		খ) সফটওয়ার প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ বিভাগ ও সিস্টেম এনালিষ্ট সমন্বয়ে প্রশিক্ষণে সফটওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করবেন।	খ) সফটওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ বিভাগ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	পরিচালক, প্রশিক্ষণ বিভাগ ও সিস্টেম এনালিষ্ট
		গ) পরিচালক পর্যায়ে Audit Managment Software সফটওয়ার উপস্থাপনের লক্ষ্যে সফটওয়ার প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগাযোগ করা হয়েছে। এ মাসেই সিস্টেম এনালিষ্ট এর সমন্বয়ে সফটওয়ারটি উপস্থাপন করা হবে।	গ) আগামী সভার পূর্বে পরিচালক পর্যায়ে Audit Managment Software উপস্থাপন করতে হবে।	সিষ্টেম এনালিষ্ট, অতিরিক্ত পরিচালক

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		ঘ) প্রতিমাসে উত্থাপিত নতুন আপত্তি প্রতি মাসেই সফটওয়ারে আপলোডকরণ অব্যাহত আছে। অক্টোবর মাসে ৭৯টি আপত্তি আপলোড করা হয়েছে।	ঘ) ২০১৮-১৯ সন হতে উদ্ভুত নতুন আপত্তিসমূহ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ থেকে আপলোড অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
		ঙ) সিলেট বিভাগীয় নিরীক্ষা কমিটির সভা এ মাসের ৭-৮/১১/২০১৮ তরিখে অনুষ্ঠানের জন্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল। সভাপতি মহোদয়ের ব্যস্ততার কারণে সভা সম্পন্ন হয়নি। অবিলম্বে সিলেট, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে সভা সম্পন্নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে ।	ঙ) অবিলম্বে সিলেট, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে সভা সম্পন্ন করতে হবে।	পরিচালক(সকল) আখানি (সকল),অতিরিক্ত পরিচালক,অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
		চ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের অনিষ্পন্ন অপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডসিট জবাব প্রেরণের তাগিদ অব্যাহত আছে। এমাসে রাজশাহী বিভাগ হতে ১০টি ও বরিশাল বিভাগ হতে ১২টি বিএসআর পাওয়া গেছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট ও রংপুর হতে কোন বিএসআর পাওয়া যায়নি। এ পর্যান্ত ৪১৮৮০ টি আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে।	চ) অনিষ্পন্ন আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতি বিভাগ হতে কমপক্ষে ১০টি ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করতে হবে। আপত্তি নিষ্পত্তি ও ব্রডসিট জবাব প্রাপ্তির সংখ্যা প্রতি সভায় অবহিত করতে হবে।	আখানি (সকল),
৮।	বাণিজ্যিক অডিট	ক) সাধারণ আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় সভা আরও নিয়মিত সম্পন্ন করতে হবে। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগন জানান যে, সভায় সুপারিশ করা অনুচ্ছেদের জারীপত্র সময়মত পাওয়া যায় না।	ক) দ্বি- পক্ষীয় সভা আরও নিয়মিত সম্পন্ন করতে হবে। সভার কার্যপত্রে, সকল প্রমাণক সুচারুভাবে সংলগ্নি হিসাবে সংযুক্ত করতে হবে যেন জারীপত্র দ্রুত পাওয়া যায়।	১। সকল পরিচালক, সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ।
		খ) অতিরিক্ত পরিচালক সভায় জানান যে, মাঠ পর্যায় হতে ব্রডশীট জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। বিশেষতঃ খসড়া ও সংকলন অনুচ্ছেদের জবাব পাওয়াই যায় না।	খ) কোন ভাবেই যেন জবাব প্রেরণ না করার জন্য আপত্তি সমূহ পরবর্তী ধাপে উন্নিত না হয় সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। খাদ্য অধিদপ্তরের স্মারক নং১৮৫ তারিখ ০২/০৪/১৮ মোতাবেক নির্ধারিত টার্গেট অর্জন করে জবাব প্রেরনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । অর্থাৎ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা প্রতি মাসে কমপক্ষে ২০টি অগ্রিম/ খসড়া/ সংকলন ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করবেন এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরিশাল ও সিলেট প্রতি মাসে কমপক্ষে ১০টি ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করবেন।	২। সকল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক।
৯।	বিবিধ (APA, ই-ফাইলিং, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অন্যান্য)	**PIMS Software হালনাগাদকরণ-** শুধুমাত্র এ বিষয়ে খাদ্য অধিদপ্তরের কোন বিভাগ/শাখা হতে পাওয়া যায়নি। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধিনস্থ সকল জেলা, ঢাকা রেশনিং, চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, খুলনা ও চট্টগ্রাম, সাইলো অধীক্ষকের কার্যালয়, ষ্টীল সাইলো খুলনা, আশুগঞ্জ সাইলো, চট্টগ্রাম সাইলো ও নারায়নগঞ্জ সাইলো হতে পাওয়া যায়নি। এছাড়াও তেজগাঁও সিএসডি, হালিশহর সিএসডি, দেওয়ানহাট সিএসডি, খুলনা সিএসডি দপ্তর হতে নভেম্বর/১৮ মাসের প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। সকল সংস্থাপনা হতে PIMS Software এর সাথে মিল রেখে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	কর্মরতদের সঠিক তথ্য PIMS Software এ নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং সকল সংস্থাপনা হতে PIMS Software এর সাথে মিল রেখে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	সকল কার্যালয়।
		মাঠ পর্যায়ে ই-নথি বাস্তবায়ন-হালনাগাদকরণ- মাঠ পর্যায়ের কোন কার্যালয় এখন পর্যন্ত ই-নথি চালু করা করেনি।	মাঠ পর্যায়ের কোন কোন দপ্তরে ই-নথি চালু করা হয়েছে। সে তালিকা প্রেরণ করবেন এবং এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নাম, পদবি ও মোবাইল নম্বর প্রেরণ করবেন।	সকল আখানি ও জেখানি।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

ক্র. নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর
		<u>আখানি, জেখানি ও উখানি দপ্তরে ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরণ-</u> মাঠ পর্যায়ের ওয়েব সাইট যাচাই বাছাই করে ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে দ্রুত হালনাগাদ করতে হবে।	মাঠ পর্যায়ের ওয়েব সাইটসমূহ যাচাই বাছাই করে ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে দ্রুত হালনাগাদ করতে হবে। পাশাপাশি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ রাখতে হবে।	সকল আখানি ও জেখানি।
		<u>ইনোভেশন বা উদ্ভাবন চর্চা-</u> মাঠ পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভায় ইনোভেশন কার্যক্রম আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কর্মকর্তা-কর্মচারদের ইনোভেশন চর্চা ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে যে কোন আর্থিক সহায়তা খাদ্য অধিদপ্তর হতে দেয়া হবে। **<u>হালনাগাদকরণ-</u>** ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর বিভাগের সকল জেলা হতে রেপ্লিকেশন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। রেপ্লিকেশন প্রতিবেদন চাহিদা মতো দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	মাঠ পর্যায়ে মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচীতে ইনোভেশন অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ইনোভেটিভ কার্যক্রমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসাহিত করতে হবে এবং রেপ্লিকেশন প্রতিবেদন চাহিদা মতো দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	সকল আখানি, সিস্টেম এনালিস্ট জেখানি ও উখানি।
১০।	শুদ্ধাচার	ক) খাদ্য অধিদপ্তরের ১৬/১০/২০১৮ তারিখের ১৮০৩ নং স্মারকের পত্রের আলোকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ২য় কোয়ার্টারের (অক্টোবর-ডিসেম্বর,১৮) প্রতিবেদন আগামী ০২ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক) ২য় কোয়ার্টারের (অক্টোবর-ডিসেম্বর,১৮) শুদ্ধাচার প্রতিবেদন আগামী ০২ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)/ সাইলো অধীক্ষক (সকল)

আর কোন আলোচনা না থাকায় মহাপরিচালক, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ আরিফুর রহমান অপু)
মহাপরিচালক
ফোন- ৯৫৮৪৮৩৪
dg@dgfood.gov.bd

স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.০৩১.০৬.০০১.১৪.(অংশ-১). ২০৯১ (৩০)

তারিখঃ ০১/১২/২০১৮ খ্রি.।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে।

১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। অতিঃ মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। প্রকল্প পরিচালক (সকল), খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। পরিচালক, প্রশাসন/সববি/চসসা/পউকা/সংগ্রহ/প্রশিক্ষণ/হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। প্রধান মিলার, পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল, পোস্তগোলা, ঢাকা।
৮। অতিঃ পরিচালক, প্রশাসন/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা/এমআইএসএন্ড এম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
১০। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা।
১১। সিস্টেম এনালিস্ট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
১২। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মামুন আল মোর্শেদ চৌধুরী)
উপ-পরিচালক (সংস্থাপন)
ফোন-৯৫৬১২০৯
dd.est@dgfood.gov.bd